আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১ অক্টোবর ২০০৪

এ বছর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ”আন্তঃপ্রজন্ম সমাজে প্রবীণদের অবস্থান” । এ প্রতিপাদ্য প্রবীণগণ পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারই স্বীকৃতি প্রদান করছে। আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসের ১০ বছর পূর্তিতে এ প্রতিপাদ্য আরও স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, সর্বকালের বৃহত্তম আজকের তরুণ সমাজকে নিয়েই গঠিত হবে ২০৫০ সালের বৃহত্তম প্রবীণ জনগোষ্ঠী ।তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই তরুণ ও প্রবীণেরা তাদের সমাজে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়ে যায় এবং সামাজিক উন্নয়নের পথেতাদের বিপুল অবদান রাখার সম্ভাবনা প্রায়শই অবহেলিত হয়। প্রবীণ ব্যক্তিরা অক্ষম এবং যত্নআত্তির উপর নির্ভরশীল এরূপ পুরনোধ্যানধারণার কারণে তাদের অনেক ভোগান্তি হয়।

যে বিষয়টি দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তা হল, অনেক ক্ষেত্রেই প্রবীণ ব্যক্তিরা নিজেরা সেবা-যত্ন গ্রহণের পরিবর্তে বরং প্রদান করে থাকে। যেমন: মা বাবা বাইরে কাজ করতে গেলে দাদী-নানীরা নাতি-নাতনিদের দেখাশোনা করে থাকেন। কোন কোন স্থানে বিশেষত: উন্নয়নশীল বিশ্বে এ ধরণের সাময়িক ব্যাপার স্থায়ীরুপ গ্রহণ করে থাকে, যখন অভিভাকদের ”মধ্য প্রজন্ম” অনুপস্থিত থাকে, কাজের সন্ধানে দেশান্তরিত হয়ে বা এইচআইভি/এইডস কিংবা অন্যকোন রোগে মারা যায়। আগামী শতাব্দীতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে দ্রুত বার্ধক্যের দিকে যাবে। অথচ প্রবীণদের জন্য এ সকল রাষ্টের খুব সীমিত অর্থসম্পদ রয়েছে । এ সকল রাষ্ট্র বার্ধ্যক্যকে বোঝা হিসেবে মনে না করে, বরং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও সুযোগ সংযোজন করবে এবং তা নিশ্চিত করাই হবে এসকল রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে চ্যালেঞ্জ হল এ সকল রাষ্ট্রকে একটি আন্তঃপ্রজন্ম সমাজ গড়তে সহায়তা করা। দুই বছর পূর্বে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত বার্ধক্য বিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব সমাবেশ আমাদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। সম্মেলন বৃদ্ধ হওয়াকে একটি বৈশ্বিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং আন্তর্জতিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এর অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে মতামত দেয়। এর সুপারিশমালার মধ্যে মাদ্রিদ কর্মপরিকল্পনা, যা প্রজন্মগত সমতা নিশ্চিতকরণে সরকারী নীতিসমূহ পর্যালোচনায় উৎসাহিত করে এবং সামাজিক উন্নয়নের মূল উপাদান হিসেবে প্রজন্মসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ধারণা উন্নয়ন করে। কেবলমাত্র এভাবেই আমরা একটি সত্যিকারের আন্তঃপ্রজন্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার আশা করতে পারি । এই আন্তর্জাতিক দিবসে আসুন আমরা আমাদেরকে পুনরায় এ লক্ষ্য অর্জনে নিবেদন করি।

* ** *